যেসব শব্দ ব্যবহার করলে ফেসবুক পোস্ট রিমুভ হতে পারে

ছবি: সংগৃহীত

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে প্রতিদিন নানা ধরনের মতামত, ছবি ও ভিডিও প্রকাশ করেন ব্যবহারকারীরা। তবে কোনো পোস্ট বা মন্তব্য মেটার কমিউনিটি স্ট্যান্ডার্ডের আওতায় পড়লে সেটি সরিয়ে দেওয়া হতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে পোস্টের পাশাপাশি অ্যাকাউন্টের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

ফেসবুকের অভ্যন্তরীণ নীতিমালা নিয়ে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত প্রতিবেদন ও গবেষণায় দেখা গেছে, সহিংসতা, ঘৃণাত্মক বক্তব্য, যৌন কনটেন্ট এবং নিষিদ্ধ ব্যক্তি বা সংগঠনকে সমর্থনের মতো বিষয়গুলোকে প্ল্যাটফর্মটি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে।

সহিংসতার হুমকি

কাউকে সরাসরি শারীরিকভাবে আঘাত বা হত্যার হুমকি দেওয়া ফেসবুকের নীতির পরিপন্থী। দ্য গার্ডিয়ানের এক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে ফেসবুকের অভ্যন্তরীণ নীতিমালার কিছু তথ্য প্রকাশ করা হয়েছিল। সেখানে নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সরাসরি হামলার আহ্বানকে নিষিদ্ধ কনটেন্ট হিসেবে বিবেচনার কথা উঠে আসে।

তবে সব ধরনের আক্রমণাত্মক ভাষা একইভাবে বিবেচিত হয় না। কোনো বক্তব্য বাস্তব ও বিশ্বাসযোগ্য হুমকি কি না, সেটিও পর্যালোচনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

রাজনৈতিক বক্তব্যের ক্ষেত্রেও এমন উদাহরণ রয়েছে। উসকানিমূলক বা সহিংসতার ইঙ্গিত রয়েছে এমন বক্তব্য নিয়ে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পোস্টও মেটার পর্যালোচনার আওতায় এসেছিল।

ঘৃণাত্মক বক্তব্য

জাতি, ধর্ম, বর্ণ, জাতীয়তা বা কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠীকে হেয় করে বক্তব্য দেওয়া ফেসবুকের হেট স্পিচ নীতির আওতায় পড়তে পারে। কোনো জনগোষ্ঠীকে অপমানজনক নামে ডাকা কিংবা তাদের সঙ্গে অবমাননাকর প্রাণী বা বস্তুর তুলনা করাও এ ধরনের কনটেন্ট হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

এ ধরনের বক্তব্য শুধু সরাসরি অপমানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। কোনো গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বৈষম্য, ঘৃণা বা সহিংসতা ছড়ানোর উদ্দেশ্যে করা মন্তব্যও নীতিমালার আওতায় আসতে পারে।

নিষিদ্ধ ব্যক্তি ও সংগঠনের প্রসঙ্গ

মেটার নীতিমালায় বিপজ্জনক ব্যক্তি ও সংগঠন নিয়ে আলাদা বিধিনিষেধ রয়েছে। সন্ত্রাসী বা সহিংস উগ্রবাদী সংগঠনের প্রশংসা, সমর্থন কিংবা তাদের কর্মকাণ্ডকে উৎসাহিত করে এমন কনটেন্ট সরিয়ে দেওয়া হতে পারে।

এ কারণে নিষিদ্ধ ব্যক্তি বা সংগঠনের নাম উল্লেখ করলেই যে পোস্ট মুছে যাবে, বিষয়টি এমন নয়। খবর, সমালোচনা, গবেষণা বা ঐতিহাসিক আলোচনার মতো প্রসঙ্গও মেটার নীতিমালায় আলাদাভাবে বিবেচিত হতে পারে।

যৌন ভাষা ও নগ্নতা

যৌনভাবে স্পষ্ট কনটেন্ট ও নগ্নতার ক্ষেত্রেও ফেসবুকের নীতিমালা কঠোর। যৌন কর্মকাণ্ডের স্পষ্ট বর্ণনা, যৌন আবেদনময় ছবি বা ভিডিও এবং শরীরের নির্দিষ্ট অঙ্গকে যৌনভাবে উপস্থাপন করা কনটেন্ট সরিয়ে দেওয়া হতে পারে।

শিল্প, শিক্ষা বা চিকিৎসার প্রয়োজনে প্রকাশিত কনটেন্টের ক্ষেত্রে অবশ্য প্রসঙ্গ বিবেচনার বিষয় রয়েছে। তারপরও স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার কারণে কিছু কনটেন্ট ভুলভাবে শনাক্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

অনুবাদ ও এআইয়ের ভুলেও হতে পারে সমস্যা

ফেসবুকের স্বয়ংক্রিয় মডারেশন ব্যবস্থা সব ভাষা ও প্রসঙ্গ সমানভাবে বুঝতে পারে না। ইন্টারনিউজের একটি গবেষণায় দেখা গেছে, বিশেষ করে বিভিন্ন ভাষা থেকে অনুবাদের ক্ষেত্রে অর্থের পরিবর্তন বা ভুল ব্যাখ্যার কারণে কনটেন্ট মডারেশনে সমস্যা হতে পারে।

আরবি ভাষার কিছু বক্তব্যের অনুবাদে অর্থগত ভুলের উদাহরণও ওই গবেষণায় উঠে এসেছে। বাংলার ক্ষেত্রেও শব্দ, ধর্মীয় প্রসঙ্গ বা স্থানীয় ব্যবহারের পার্থক্য স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার জন্য কখনো বিভ্রান্তির কারণ হতে পারে।

পোস্ট দেওয়ার সময় যা খেয়াল রাখবেন

ফেসবুকের এআইভিত্তিক মডারেশন সব সময় ব্যঙ্গ, রসিকতা, রূপক বা রাজনৈতিক বক্তব্যের প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারে না। তাই কাউকে নিয়ে রসিকতা বা ব্যঙ্গ করলেও এমন ভাষা ব্যবহার করা ঠিক নয়, যা সরাসরি হুমকি বা ঘৃণাত্মক বক্তব্য হিসেবে ব্যাখ্যা হতে পারে।

কোনো পোস্ট ভুলভাবে সরিয়ে দেওয়া হলে ফেসবুকের দেওয়া রিভিউ বা আপিলের সুযোগ থাকলে সেটি ব্যবহার করা যেতে পারে। একই সঙ্গে পোস্ট দেওয়ার আগে বক্তব্যের প্রেক্ষাপট স্পষ্ট রাখা এবং সহিংসতা বা ঘৃণা উসকে দিতে পারে এমন ভাষা এড়িয়ে চলাই নিরাপদ।

তথ্যসূত্র: দ্য গার্ডিয়ান, ম্যাশেবল ও ইন্টারনিউজ